POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA-HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

फरवरी, 2021

एम.टी.टी.-002 : बांग्ला-हिन्दी अनुवाद : तुलना और पुनःसृजन

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

नोट : ***सभी*** *प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।*

1. निम्नलिखित में से किन्हीं ***दो*** प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए : *2×10=20*

(a) बांग्ला और हिन्दी में उच्चारण संबंधी समानताओं और असमानताओं का विश्लेषण कीजिए ।

(b) बांग्ला और हिन्दी के बीच अनुवाद की परंपरा पर प्रकाश डालिए ।

(c) बांग्ला और हिन्दी में लिंगभेद संबंधी व्यवस्था को सोदाहरण समझाइए ।

(d) बांग्ला-हिन्दी मुहावरों की परंपरा के बारे में बताते हुए उनके अनुवाद में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा कीजिए ।

2. निम्नलिखित बांग्ला पदों/शब्दों का हिन्दी पर्याय लिखिए : *5*

ভাঙ্গেপো, ময়না, আঠান্ন, ঘুম, পান্জাবী, বই, বেদানা, দুল, চাষবাস, ছাতা

3. निम्नलिखित हिन्दी शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए : *5*

झुग्गी, विद्यार्थी, आलोचना, पसीना, आँख, बहस, अख़बार, आग, खिड़की, कलछी

4. निम्नलिखित हिन्दी मुहावरों-लोकोक्तियों में से किन्हीं ***पाँच*** के बांग्ला समतुल्य बताते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए : *15*

(a) गुणों की खान

(b) गुस्सा निकालना

(c) अकल का अंधा

(d) आँखों पर परदा पड़ना

(e) आँखों का तारा

(f) छोटा मुँह बड़ी बात

(g) ईद का चाँद होना

(h) जान हथेली पर रखना

(i) रास्ते का काँटा

5. निम्नलिखित में से किन्हीं ***तीन*** अनुच्छेदों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : *3×15=45*

(a) কথা হচ্ছিল গোরুর গাড়ির চাকার লোহার বেড়ি পরানো নিয়ে । চাকার পিঠে এক ইঞ্চি মাপের বিটতোলা কাঠের সঙ্গে সেট করা গোলাকার লোহার পাত । দেখলে মনে হবে, মেয়েদের হাতে শাঁখা পরানোর মতোই জলভাত । একটু-আধটু লাগতে পারে । সাবান বা গ্লিসারিন দিয়ে ধুয়ে দিলেই ঝামেলা শেষ । মন্দারের কথায় দু'রকম সাড়া মিলল ।

কপালে নেমে আসা কুচো চুল সরিয়ে রিমি হাসে, 'শহুরে বাবু এক পিস গোরুর গাড়ি দেখেছে । অমনি বিশেষজ্ঞর মতামত শুরু হয়ে গেল ।'

গগনের গলায় অন্য সুর, 'গাঁয়েঘরে আজকাল গোরুর গাড়ির চল কমে গেছে । চাষবাসে যেটুকু লাগে । তবে বাবু, বেড়ি পরানো অত সহজ কাজ নয় বটে । পাকা হাত লাগে । আগুনে পুড়িয়ে মাপটাপ বুঝে পরাতে হয় । উনিশ-বিশ হলে চলবে । দু'দিন গড়াতে না-গড়াতেই চাকার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি ।'

মন্দারের পিঠে চিমটি কাটে রিমি । চোখের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, ওদের উদ্দেশ করেই রসিয়ে কথা বলছে গগন ।

গগনের ভ্যানরিকশায় ওরা দু'জন সওয়ারি । গগন রামনগর থেকে গঞ্জের হাটে মালপত্র বওয়ার কাজে ব্যবহার করে । শুরুতেই বেঁকে বসেছিল গগন, 'এটা মালগাড়ি, লোকাল টেরেন নয় ।' আজ লাট করে এক গ্রাম থেকে ডাব নিয়ে এসেছিল সে । ডাউন ট্রিপে কোনও মাল নিয়ে যাওয়ার অর্ভার পায়নি । রিমির মিষ্টি অনুরোধে রাজি হয়ে গেল ।

'আজ্ঞে, কী কইলেন, দিদি ?'

'কেয়াসারি যাবে ?' মন্দার জানতে চেয়েছিল । রিমি মাথা নেড়ে বলেছিল, 'কেয়াসারি নয়, পটুয়াসাহি ।' মাথা নেড়েছিল গগন, 'পটুয়াসাহি গাড়ি যাবেনি ।'

'কেন ?'

'কেয়াসারি পর্যন্ত টেনেটুনে চালিয়ে দিবি । তারপর খাল পেরোতে হবে । বাঁশের নড়বড়ে সাঁকো । লোকে হেঁটে পার হতেই ভয় পায় । আমার মালগাড়ি তো যেতেই পারবেনি ।'

রিমির কপালে ভাঁজ, 'তাহলে পটুয়াসাহি যাওয়ার রাস্তা কোনটা ?'

(b) ডক্টর জীবনময় হাজরা সমুদ্রস্রোতের ওপর গবেষণা করেছেন হল্যান্ডে, ওখানেই কাজ করছেন । দেশটা আবার সমুদ্রতলের নিচে, বাঁধ দিয়ে ওরা আটকে রেখেছে সমুদ্রকে । সমুদ্রের সঙ্গে তাদের নাড়ির টান । ডক্টর হাজরা আমার ওপরওলা, তার চেয়েও বেশি তিনি বাঙালি । হল্যান্ডের মতো বিদেশে একজন বাঙালি সহকর্মী পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম । তবে আসা-যাওয়া তেমন হয়ে ওঠেনি । মনে হয় পারিবারিক মেলামেশা তেমন চাননি উনি ।

ওঁর স্ত্রী নিক্কন হাজরাকে প্রথমটা দেখে তেমন কিছু বুঝতে পারিনি । আমরা বাইরের ঘরে বসেছিলাম, আমরা চারজন, আমি আমার স্ত্রী মিঠু, ছেলে আর মেয়ে । যে-মহিলা দরজা দিয়ে ঢুকলেন তিনি অসম্ভব সাদা রঙ্গের, এবং অস্বাভাবিক রকমের মোটা । প্রথমে মনে হয়েছিল ইনি হয়তো এদেশি মহিলা । কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরি হল না । বিশুদ্ধ বাংলায় উনি বললেন – কী সুন্দর আপনাদের মেয়েটি ।

আমার মেয়েটিকে দেখতে সুন্দর, কিন্তু কী আশ্চর্য, টুলটুল আমার কাছ ঘেঁসে একটু ছুঁয়ে বসল । সে তার ওইটুকু বয়সের বুদ্ধি দিয়ে কী বুঝেছিল জানি না, ওর চোখদুটো তীক্ষ্ণভাবে সঙ্গে জরিপ করছিল আগন্তুক মহিলাকে ।

ইনি আমার স্ত্রী নিরুণ । আর পুলু, এঁদের কথা তোমাকে আগে বলেছি, ডক্টর মোহন সুন্দর মিত্র, আমার কলিগ, তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ।

আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি, বাইরে বরফ পড়ছে হালকা, গুঁড়োগুঁড়ো । ভেতরটা গরম করার দৌলতে আরামপ্রদ । টুলটুলের দিকে একবার দেখলাম, শিশুদের মানসিকতা বড়দের থেকে অন্যরকম হয় । আমি কিন্তু এখনও নিরুন নামের মহিলার মধ্যে আশঙ্কা করার মতো তেমন কিছু খুঁজে পাইনি । শ্রীমতি হাজরা ক্লান্তস্বরে বললেন ।

আজ ছুটির দিন, আপনারা একেবারে ডিনার খেয়ে যাবেন । আপনাদের সঙ্গে দুটো বাংলা কথা বলে বাঁচব ।

(c) আমার মায়ের তখন প্রায় শেষ অবস্থা । ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছেন । একের পর এক বারোটা সন্তানের জন্ম দিয়ে মা'র শীর্ণ বুকটা তখন রুটি-সেঁকা জালির মতো ঝাঁঝরা । মায়ের ঘরে ঢোকা আমাদের বারণ । তবু কখনও-সখনও বড়দের সতর্ক চোখ এড়িয়ে দক্ষিণের বড় ঘরটায় ঢুকে পড়লে, জানালার পাশের ঝাঁকড়া গাছটা থেকে আমি নিমফুলের গন্ধ টের পাই । কড়িকাঠের দিকে স্থির মায়ের খোলা চোখ দুটো তখন বরফ দেওয়া মাছের মতো রক্তশূন্য, ভাষাহীন । যথেষ্ট ঠান্ডা না থাকা সত্ত্বেও গলা পর্যন্ত কম্বল টানা । অদৃশ্য গণ্ডির বাইরে, একটা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আমি আমার জন্মদাত্রীকে দেখতে থাকি বাল্য কৌতূহলে । আচমকা নিমফুলের মিষ্টি গন্ধ ছাপিয়ে ওষুধ আর অ্যান্টিসেপটিক মিশ্রিত একটা তীব্র, ঝাঁজালো গন্ধ আমার চেতনায় ঝাপটা মারে । সহ্য করতে না পেরে তৎক্ষণাৎ আমি পেছন ফিরি । তখনই চোখে পড়ে কম্বলের তলা থেকে শীর্ণ, প্যাঁকাটির মতো একটা হাত বের করে মা আমাকে

ডাকছেন । বাবা, দিদিদের সতর্কতা মনে পড়ে । আমি কিছুটা ভয়ে আর অবোধ বিচারবোধে সে হাতছানি উপেক্ষা করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসি ।

তখন বুঝিনি । পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি, বারোটা সন্তানের জন্ম দেওয়া, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, মা'র মৃত্যুটা সেদিন অনিবার্য ছিল ।

মা চলে যাওয়ার ছ'মাসের মাথায়, যেদিন নিমগাছের মোটা গুঁড়িতে প্রথম কুড়ুলের ঘা পড়ল, আমি জাফরিকাটা বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে, ছুটে গিয়ে নিতাইদার হাতের কুড়ুলখানা চেপে ধরেছিলুম ।

বালকোচিত করুণ আর্তিতে বলে উঠেছিলুম, 'এ গাছ তুমি কিছুতেই কাটবে না নিতাইদা... নিমফুলের গন্ধের সঙ্গে আমার মা'র স্মৃতি জড়িয়ে আছে ।'

(d) জন বলেছিল, তোমরা ক্রিসমাসের সময় এসো । তখন যদিও বোর্ণিওতে প্রবল বর্ষা, কিন্তু প্রচুর পাখি দেখতে পাবে । অনেক মাইগ্রেটরি বার্ডস আসবে তখন । এখানে বর্ষার দাপট নভেম্বর থেকে মার্চ অবধি । ডিসেম্বরের শেষে এসে দেখছি কিনাবাটাঙ্গান নদীর জল গঙ্গার জলের চেয়েও বেশি ঘোলা ।

আমরা এখন কিনাবাটাঙ্গানের বুকে একটা ছোট্ট কাঠের নৌকোয় । বোর্নিও দ্বীপের ঘন সবুজ রেন ফরেস্টের বুক চিরে গেছে কিনাবাটাঙ্গান । নদীর দু'পারে ২৫০০০ হেক্টর বনভূমি জুড়ে ছড়ানো কিনাবাটাঙ্গান ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি । এটা বোর্নিওর সাবা প্রভিন্সে ।

তোর ছ'টায় বেরিয়েছি । নৌকা চালাচ্ছে মান । মালয় কিশোর । ইংরাজি ভাল বলতে পারে না, কিন্তু জঙ্গলটাকে হাতের তালুর মতো চেনে । নদী বেয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ার জন্য এখানকার নৌকাগুলো বিশেষভাবে তৈরি । সৌরব্যাটারিতে চালিত মোটর লাগানো । নৌকাগুলো এগোয় প্রায় নিঃশব্দে, যাতে জঙ্গলের অধিবাসীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ন্যূনতম ব্যাঘাত ঘটে ।

নৌকায় আমাদের সামনের আসনে বসেছেন দুই অস্ট্রেলীয় তরুণ-তরুণী, জুলি আর টমাস । ইঠাৎ দেখলাম ওদের মাথা বোঁ করে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল । এপারের জঙ্গলে গাছের ওপর প্রবল দাপাদাপি চলছে । একটা বিরাট চেহারার বাঁদর একটা লম্বা লাফ দিয়ে পাশের গাছের ডালটায় এসে বসল । জয়ঢাকের মতো বিরাট পেট । যেন পাটকিলে রঙের রোমশ এক জ্যাকেট গায়ে দিয়ে বসে আছে । ধূসর লম্বা লেজটা গাছের ডাল থেকে নীচে দুলছে । নাকটা মাংসল, অস্বাভাবিক চওড়া হয়ে মুখের ওপর বিসদৃশভাবে লেগে রয়েছে ।

(e) আবহমান কাল ধরে গঙ্গা এদেশের জীবনরেখা রূপে বয়ে চলেছে । পুরাণ, মহাকাব্য এবং শাস্ত্রাদিতে এই পুণ্যসলিলার কতই না মনোমুগ্ধকর বর্ণনা এবং মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে । আধ্যাত্মিকতার পুণ্যপ্রসঙ্গ বাদ দিলেও অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে এ নদীর গুরুত্ব ভারতীয় জনজীবনে অপরিসীম । সে কারণে এ নদীকে ভারতের জাতীয় নদী রূপেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে । কিন্তু মারাত্মক দূষণের হাত থেকে

গঙ্গাকে কিছুতেই মুক্ত করা যাচ্ছে না । গঙ্গার তটবর্তী দু'পাশের নগর-গ্রাম-জনপদ-শহর-শিল্পাঞ্চলের বর্জ্য, পয়ঃপ্রণালীর দূষিত জল অবিরত এসে মিশছে গঙ্গায় । তাছাড়া তটবর্তী শ্মশানের শবদাহের ফলে উদ্ভূত দেহাবশেষ, মৃত জীবজন্তুর দেহাবশেষও নিক্ষেপিত হচ্ছে এ নদীবক্ষে । প্লাস্টিকজাত নানা দ্রব্যের অবাধ ব্যবহার, প্রতিবছর উৎসবাদির মরসুমে প্রতিমা নিরঞ্জন-সে দূষণকে আরও বহু গুণে বাড়িয়ে তুলেছে । প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার বুঝে নেওয়ার পর নরেন্দ্র মোদী গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছেন । সমগ্র পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজাতে মূল নকশা তৈরির কাজ চলছে । এই পরিকল্পনায় কেন পশ্চিমবঙ্গকে গুরুত্ব সহকারে যুক্ত করা হয়নি, সে বিষয়ে দিল্লিতে গিয়ে জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের সেচমন্ত্রীও । শেষ পর্যন্ত রাজ্যের 'যুক্তি' মেনে নিয়ে হরিদ্বার-বারাণসীর মতো গঙ্গা তীরবর্তী শহরগুলিতে যেভাবে দূষণমুক্ত অভিযান চলছে, ঠিক সেভাবেই নাকি গঙ্গাসাগরকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্র । এ সবই উত্তম প্রস্তাব, সাধু উদ্যোগ । কিন্তু মনে রাখতে

হবে, এ ধরনের প্রস্তাব অথবা উদ্যোগ নতুন নয় । এর আগে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে রাজীব গাঁধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান নামে এক প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল । সে কাজে অগ্রগতি কত দূর হয়েছিল, তা সম্ভবত স্বয়ং মা গঙ্গাই জানেন । আসল কথাটা হল, এ ধরনের সরকারি উদ্যোগ যেমন প্রয়োজন, তেমনই চাই সচেতনতা এবং সর্বস্তরের সদিচ্ছা ।

6. নিম্নলিখিত में से किसी ***एक*** अनुच्छेद का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : *1×10=10*

(a) अब तो मैं तीसरी बार तिब्बत में प्रवेश कर रहा था, इस रास्ते से दूसरी बार जा रहा था । पहले प्रवेश में मुझे उतना ही कष्टों का सामना करना पड़ा था, जितना कि हनुमानजी को लंका-प्रवेश में ।

21 अप्रैल को हम बहुत दूर नहीं गए । डाम गाँव के सामने तेजी गंग (रमइती) में रात के लिए ठहर गए । पहली यात्रा में हम कई दिनों के लिए डाम गाँव में ठहरे थे । अबकी गाँव से पहले पड़ने वाले लोहे के झूले को पार कर, अभी सवेरा ही था, जबकि गाँव में पहुँच गए । यह लोहे का झूला सतयुग का कहा जाता है – जंजीरों का पुल है, और काफी लंबा होने की

वजह से बीच में पहुँचने पर खूब हिलता है । अभय सिंह जी को पहले-पहल ऐसे पुल से वास्ता पड़ा था, इसलिए उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे । मैंने कहा – आँखें मूँद करके चले आओ । चला आना तो था ही, क्या लौट कर काठमांडू जाते ? गाँव से पार होने लगे, तो हमें अपनी पहली यात्रा की सहायिका एक घर में बैठी हुई दिखाई पड़ीं । सात ही वर्ष तो हुए थे, उसने देखते ही पहचान लिया । वह और डुग्पा लामा का एक और शिष्य वहाँ थे । उनसे थोड़ी देर बातचीत हुई । पहली यात्रा में तो मैं तिब्बती भाषा नाममात्र की जानता था, लेकिन अब भाषा की कोई कठिनाई नहीं थी ।

अब भोटकोशी नदी के किनारे-किनारे, कभी उसके एक तट पर, कभी दूसरे तट पर आगे बढ़ना था । रास्ते में कहीं भोजन किया और कहीं दूध पीने को मिला । तिब्बती भाषा-भाषी क्षेत्र में यात्री को ठहरने का कुछ सुभीता ज़रूर हो जाता है । वहाँ चौके-चूल्हे की छूत का सवाल नहीं है, न जनाने–मर्दाने का ही, इसलिए घर के चूल्हे पर जाकर आप अपनी रसोई बना सकते हैं । खाने-पीने की जो भी चीज घर में मौजूद है, उसे पैसे से खरीद सकते हैं, और बहुत कम ऐसे गृहपति मिलेंगे, जो ठहरने का स्थान रहने पर भी देने से इंकार करेंगे ।

(b) सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रख कर शायद पैर की उँगलियाँ या जमीन पर चलते चींटे–चींटियों को देखने लगी ।

अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास नहीं लगी है । वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा-भर पानी लेकर गट-गट चढ़ा गई । खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई ।

आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया । वह बैठ गई, आँखों को मल-मल कर इधर-उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध-टूटे खटोले पर सोए अपने छह-वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई ।

लड़का नंग-धड़ंग पड़ा था । उसके गले तथा छाती की हड्डियाँ साफ दिखाई देती थीं । उसके हाथ-पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था । उसका मुख खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियाँ उड़ रही थीं ।

वह उठी, बच्चे के मुँह पर अपना एक फटा, गंदा ब्लाउज डाल दिया और एक-आध मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़

से गली निहारने लगी । बारह बज चुके थे । धूप अत्यंत तेज थी और कभी एक-दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मज़बूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए-से गुज़र जाते ।

दस-पंद्रह मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही, फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई और उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा । एक-दो क्षण बाद उसने सिर को किवाड़ से काफी आगे बढ़ा कर गली के छोर की तरफ निहारा, तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे-धीरे घर की ओर सरकता नजर आया ।

उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी-जल्दी पानी से लीपने-पोतने लगी । वहाँ पीढ़ा रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद्र ने अंदर कदम रखा ।